সংবাদ

তারিখ 6 OCT 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

বিশ্ব শিক্ষক দিবসের আলোচনা সভায় বক্তারা

শিক্ষকদের প্রত্যাশা পূরণ না করায় চাহিদা মেটাতে পারছেন না তারা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বিশ্ব শিক্ষক দিবস-'০৮ উপলক্ষে 'শিক্ষক অগ্রগণ্য : বাংলাদেশ শিক্ষক আন্দোলনের পথিকৃৎ অধ্যক্ষ মো. কামরুজ্জামান স্মরণে' আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, শিক্ষকরা অগ্রগণ্য- সমাজে আজও তা প্রতিষ্ঠা পায়নি। ফলে সমাজের কাছে শিক্ষকদের যে ধরনের প্রত্যাশা তা যেমন একদিকে পূরণ হচ্ছে না। তেমনি সমাজের চাহিদাও শিক্ষকরা মেটাতে পারছেন না।

গতকাল বিকেলে প্রেসক্লাবের কনফারেন্স রুমে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারি ফ্রন্ট এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। জাতিসংঘের ৪টি বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, আইএলও'র সঙ্গে একযোগে ৩৯৪টি অধিভুক্ত শিক্ষক সংগঠনসহ বিভিন্ন সমিতির মাধ্যমে শিক্ষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্রাসেলস ভিত্তিক এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল বা ২০০৮ সালের শিক্ষক দিবসের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে, 'শিক্ষক অগ্রগণ্য'। জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট আলোচক হিসেবে বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, বিশিষ্ট কলামিস্ট সাংবাদিক এবিএম মূসা, ঢাবি'র শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক, অবজারভার সম্পাদক

পারছেন না : পৃ: ২ ক: ৭

পারছেন না : মেটাতে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

টকবাল সোবহান চৌধুরী, পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের সদস্য সচিব ডা. কামরুল হাসান খান, উন্মুক্তবিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. আমিনুল ইসলাম প্রমুখ। এছাড়া আলোচনা ও স্মরণ সভায় প্রয়াত শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ মো. কামরুজ্জামানের ওপর স্মৃতিচারণ করেন তার ছোট মেয়ে বিলকিস জামান।

ড. আনিসুজ্জামান বলেন, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও গ্রহণের বিষয়টি এখন আর নেই। ফলে শিক্ষকরা জাতীয়করণের পর্যায়ভুক্ত হলেও শিক্ষার হয়েছে বেসরকারিকরণ। তিনি বলেন, শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য এবং শিক্ষাকে সর্বগ্রাসী দলীয়করণ করার ফলে শিক্ষক তার মর্যাদা হারাচ্ছেন। এছাড়া শিক্ষকরা যে পরিমাণ বেতন পাচ্ছেন তা দিয়ে সম্মানজনকভাবে বাঁচা যায় কি না- এ প্রশ্ন এখনও রয়ে গেছে। ফলে সমাজের কাছে শিক্ষকদের যে প্রত্যাশা তা যেমন পূরণ হচ্ছে না। অন্যদিকে সমাজের প্রত্যাশাও শিক্ষক সমাজ পূরণ করতে পারছে না।

শিক্ষক নেতা মো. কামরুজ্জামান সম্পর্কে ড. আনিসুজ্জামান বলেন, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষকদের অধিকার আদায়ে দীর্ঘদিন আন্দোলন করে গেছেন। প্রয়াত অধ্যক্ষ মো. কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে ব্যক্তিগত স্বার্থের কোন স্থান ছিল না বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এবিএম মূসা বলেন, প্রয়াত অধ্যক্ষ মো. কামরুজ্জামান রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চিন্তা থেকে রাজনীতি করেননি তিনি শিক্ষক সমাজের অধিকার আদায়ে নিঃস্বার্থভাবে শিক্ষকদের অধিকার আদায়ে আন্দোলন করে গেছেন। তাই তার স্মৃতিকে ধরে রাখতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য তিনি উপস্থিত সংগঠনের নেতাদের অনুরোধ জানান।

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী কাজী ফারুক আহমেদ তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, শিক্ষার ৯৮ শতাংশ দায়িত্ব পালনকারীরা আজও নিদারুণ বৈষম্যের শিকার। শিক্ষা আজ পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দের কথা বলা হলেও সেখানে গুভঙ্করের ফাঁকি আছে। বাস্তব কারণেই প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বস্তরের শিক্ষক আজ বঞ্চিত ও ক্ষুব্ধ।

এছাড়া অন্য বক্তারা নতুন শিক্ষানীতি তৈরির চিন্তাবাদ দিয়ে বিজ্ঞ মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠনের দাবি জানান।